অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল

আল্লাহর অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সংলাপ

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত

সম্পাদনা
ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)
আতিকুর রহমান

শারঈ সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

ইনসাইট জোন
পাবলিকেশনস

ইনসাইট জোন
পা ব লি কে শ ন স

অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক কতৃক সংরক্ষিত
ISBN: 978-984-35-7205-9

প্রথম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী ২০২৫
প্রথম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

পরিবেশকঃ সন্দীপন প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

প্রচ্ছদঃ সিলমুন আইটি

Abishwaser Bhanga Dewal; By Sazzatul Mowla Shanto,
Published by Insight Zone Publications.
First Edittion in 2025.

ইনসাইট জোন
পা ব লি কে শ ন স
www.pub.insightzonebd.com
Email: pub@insightzonebd.com
https://www.facebook.com/insightzonepublications

মূল্যঃ ২০০ [দুইশত টাকা মাত্র]

সূচীপত্র

নাস্তিক্যবাদ পরিচিতি

◈ নাস্তিকতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ১৪
◈ নাস্তিকতা কী সহজাত? ২০
◈ জ্ঞানের ত্রিপক্ষীয় বিশ্লেষণ ২৪
◈ একমাত্র সত্যই কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট? ২৫
◈ ন্যায়সংগত সত্য বিশ্বাসই কি জ্ঞান হওয়ার জন্য যথেষ্ট? ২৫
◈ স্রষ্টা; সঠিক মৌলিক বিশ্বাস বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ২৮
◈ সহজাত বিশ্বাসের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ৩৪
◈ বিজ্ঞান এবং নাস্তিকতা কী সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩৭
◈ অধিকাংশ দার্শনিক নাস্তিক হলে কী নাস্তিকতা সত্য হবে? ৪০
◈ অধিকাংশ দার্শনিক কী আসলেই নাস্তিক? ৪১

স্রষ্টাবিহীন জীবন

◈ স্রষ্টাবিহীন জীবন ৪৩
◈ আশাহীন জীবন ৪৩
◈ স্রষ্টাহীন জীবনের মূল্যবোধের সংকট ৪৫
◈ উদ্দেশ্যহীন জীবন ৪৬

যুক্তিবিদ্যা

◈ যুক্তিবিদ্যা ৪৮
◈ যুক্তিবিদ্যার প্রকরণ ৪৯
◈ যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নীতি ৪৯

মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব

◈ মহাবিস্ফোরণ অতঃপর মহাবিশ্ব ৫১
◈ বিগ ব্যাং তত্ত্ব ৫১
◈ Red light Shift (রেড লাইট শিফট) ৫৩
◈ Doppler Effect (ডপলার ক্রিয়া) ৫৩
◈ CMBR: Cosmic microwave background radiation ৫৪
◈ সিঙ্গুলারিটি ৫৪
◈ বিগ ব্যাং তত্ত্বের তাত্ত্বিক এবং পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ ৫৫

স্রষ্টার অস্তিত্ব

◈ স্রষ্টার অস্তিত্ব ৫৬
◈ কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট ৫৭
◈ Deductive argument-1 ..... ৫৯
◈ সম্ভাব্য অসীম ও প্রকৃত অসীম ৫৯
◈ হিলবার্টের অসীম গ্র্যান্ড হোটেল প্যারাডক্স ৬০
◈ Diductive Argument-2 ..... ৬৪
◈ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ৬৬
◈ কালামকসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট নিয়ে আপত্তির জবাব ৬৮
◈ P1 নিয়ে আপত্তির জবাব ৬৮
◈ P2 নিয়ে আপত্তির জবাব ৭০
◈ প্রকৃত অসীম যদি অস্তিত্বে না থাকে তাহলে আল্লাহ কিভাবে অসীম হয়?... ৭২

নির্ভরশীলতার যুক্তি

◈ নির্ভরশীলতার যুক্তি (আর্গুমেন্ট ফ্রম কন্টিনজেন্সি) ৭৩
◈ অনিবার্য অস্তিত ৭৩
◈ অনিবার্য বৈশিষ্ট্য ও আকস্মিক বৈশিষ্ট্য ৭৫
◈ সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং অসম্ভাব্য অস্তিত্ব ৭৬
◈ সম্ভাবনার ধরন ৭৬
◈ নির্ভরশীল অস্তিত্ব (contingent existence) ৭৭
◈ নির্ভরশীল অস্তিত্বের কারণ কী? ৭৮
◈ শূন্য থেকে সৃষ্ট? ৭৮
◈ স্ব-সৃষ্ট ৭৯
◈ অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট? ৭৯
◈ কার্যকারণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে? ৮০
◈ অসৃষ্ট থেকে সৃষ্ট ৮১
◈ মূল যুক্তি ৮১

স্রষ্টার প্রকৃতি

◈ স্রষ্টার প্রকৃতি ৮৭
◈ স্রষ্টা সর্বশক্তিমান ৮৭
◈ স্রষ্টা প্রজ্ঞাবান ৮৮
◈ স্রষ্টা চিরন্তন ৯০
◈ স্রষ্টা কেন এক? ৯১
◈ স্রষ্টাই অনিবার্য অস্তিত ৯২

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কিছু বিভ্রান্তির নিরসন

◇ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কিছু বিভ্রান্তির নিরসন ৯৩
◇ সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? ৯৪
◇ স্রষ্টা কী এমন একটি পাথর তৈরি করতে পারবেন যেটা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারেন না? ৯৭
◇ শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, তাই মহাবিশ্বের আদি কারণ শক্তি? ৯৯
◇ স্রষ্টা কী স্রষ্টা কি ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থ নাকি বুদ্ধিমান সত্তা? ১০১
◇ স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকার পরেও পৃথিবীতে এতো দুঃখ দুর্দশা কেন? ১০৩
◇ সৃষ্টিকর্তা দুঃখ-দুর্দশার পরিবর্তনে কি সবকিছু কল্যাণকর করতে পারতো না? ১০৭
◇ স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের বোঝা কার উপর? ১১০
◇ গড অফ দ্যা গ্যাপাস নাকি সায়েন্স অফ দ্যা গ্যাপস? ১১৪
◇ স্রষ্টা একজন আছে তবে প্রচলিত ধর্মগুলো মিথ্যা? ১১৮
◇ স্রষ্টার জ্ঞানের ভিত্তিতে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অসংগত ১১৯
◇ স্রষ্টার নৈতিক চরিত্রের সাথে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সংঘাত ১২১

স্রষ্টা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতা

◇ স্রষ্টা এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ নৈতিকতা ১২৪
◇ নৈতিকতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নাকি আপেক্ষিক? ১২৪
◇ নাস্তিকতায় নৈতিকতার অস্তিত্ব নেই ১২৮
◇ বিজ্ঞান কী নৈতিকতা নির্ধারণ করতে পারে? ১৩০
◇ বিবর্তনবাদ দিয়ে কী নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? ১৩০
◇ ইউথিফ্রোর উভয় সংকট ১৩২
◇ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র গঠন ১৩৪

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদ

◇ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদ ১৩৫
◇ বিজ্ঞান কী? ১৩৬
◇ বিজ্ঞানের দর্শন ১৩৭
◇ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ১৩৯
◇ বিজ্ঞান বনাম ছদ্ম বিজ্ঞান ১৩৯
◇ বৈজ্ঞানিক অনুমানের প্রকৃতি ১৪০
◇ বিজ্ঞান কী ইন্ডাক্টিভ অনুমানের উপর নির্ভর করে? ১৪১
◇ প্রবলেম অব ইন্ডাকশন ১৪১
◇ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ১৪৩
◇ বিজ্ঞানের বিশ্বাস ১৪৮
◇ বিজ্ঞান কী স্রষ্টার অস্তিত বাতিল প্রমাণ করেছে? ১৫০

অভিমত

মানুষ কেন নাস্তিক হয়? যুক্তির অভাবে? মোটেও না। বরং তার Intentionality'র কারণে। সোজা বাংলায় যেদিকে নিয়ত করে, যার যেদিকে ঝোঁক প্রবণতা, সে সেদিকে যুক্তি খুঁজে পায়। যুক্তি মানে সত্য নয়। বরং যুক্তি হলো সত্যের বাহন। যুক্তি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, যেভাবে গাড়ি আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। যুক্তিকে আপনি যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যুক্তিবিদ্যাতে 'সত্য যুক্তি' কিংবা 'মিথ্যা যুক্তি' বলে কিছু নাই। আছে 'বৈধ যুক্তি' এবং 'অবৈধ যুক্তি'। আপনার মন-মানসিকতা তথা ইনটেনশনালিটি নির্ণয় করবে, কোন ধরনের যুক্তি আপনার ভাল লাগবে কিংবা লাগবে না। সত্য বা সত্যতা আর যুক্তির এই দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যুক্তি খাড়া করি। যুক্তির কাঠামোর নিরিখে সত্যকে 'নির্ণয়' করি। 'নির্ণীত সত্য' হতে পারে আসলেই সত্য, কিংবা কল্পনামাত্র। সত্য থাকে অন্তরালে। তাকে খুঁজে নিতে হয় শক্তিশালী যুক্তি আর সুস্থ মননের সাহায্যে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসের কাজ কী? গাড়ির উদাহরণ দিয়ে বলা যায়। স্টেশনে পৌঁছে আপনি গাড়ি থেকে নেমে গন্তব্যে পৌঁছান। কথার কথা, স্টেশন থেকে নেমে বাসা বা অফিসে পৌঁছানোর অংশটুকু হলো বিশ্বাস। বিশ্বাস আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। You have to believe to live, no matter what you believe.

জ্ঞানবিদ্যার দৃষ্টিতে, জ্ঞান হলো যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস। সকল বিশ্বাসই জ্ঞান নয়। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই বিশ্বাস, তবে তা হতে হবে সত্য ও যাচাইকৃত বা যাচাইযোগ্য। নাস্তিক্যবাদের যারা পক্ষে তারা জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় সত্যতা তথা objectivity 'র পাশাপাশি বিশ্বাস তথা subjectivity যে সমগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে। 'চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে' কথাটা বললাম ভদ্রতার খাতিরে। আমার আশঙ্কা, তাদের একটা বিরাট অংশ সমকালীন জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞানও রাখে না। তারা মানে নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানবাদীরা ধর্মের মতো দর্শনকেও খুব ভয় পায়। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার সূত্রকে মার্ক্সের নামে চালিয়ে দেয়ার মতো তারা জ্ঞানচর্চার নামে জালিয়াতি করে।

নাস্তিক্যবাদী বুজরুকি আপনি সবচেয়ে বেশি দেখবেন নব্য-নাস্তিক্যবাদীদের লেখাজোঁকা ও কর্মকাণ্ডে। যারা শুধু নাস্তিকতাকে সঠিক মনে করে তারা হলেন ক্লাসিক্যাল এথিইস্ট। এথিইস্টদের মধ্যে যার মনে করেন, ধর্মকে উচ্ছেদ করে যে কোনোভাবেই বিজ্ঞানবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারা হলেন নিউ এথিইস্ট। এই নিউ এথিইস্টদের দৌরাত্ম্য খুব বেশি। এরা খুব নায়িভ এবং অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে।

নব্যনাস্তিক্যবাদীদের দৌরাত্ম্য কমানো আর কনফিউজড লোকজনকে আলোর পথে আসার জন্য সহযোগিতা করার জন্য কিছু তরুণ কাজ করছে। চমৎকার সব বই লিখছে। নাস্তিকতাকে খণ্ডন করে বাংলা ভাষায় এত মৌলিক গ্রন্থ আগে ছিল অকল্পনীয়। তরুণ লেখক সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত'র বই 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' আমি পড়েছি। এর মূল কাঠামো শক্তিশালী। যুক্তিগুলো শানিত। যারা সত্যকে খুঁজে নিতে চায় তাদের জন্য এটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। পড়তে পারেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
mozammelhq.com

অভিমত

'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি ধর্ম, যুক্তি এবং অস্তিত্বের দর্শনের উপর একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক কাজ। লেখক সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত তার বইয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও যুক্তিকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়বাদ নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন, যা পাঠকদের গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। বইটি সরল ভাষায় জটিল তাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করে, যা নতুন ও অভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য। যুক্তিবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের যৌক্তিক ভিত্তি নিয়ে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে, সেগুলো গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি বিশেষত পাঠকদের আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সামগ্রিকভাবে, 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' এমন একটি গ্রন্থ যা একাডেমিক এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধান উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

ডা. মাহমুদ হাসান
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)

সম্পাদকের কলম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অস্তিত্বের উৎস সন্ধানে প্রাচীনকাল হতেই মানুষ চিন্তিত এবং বিস্মিত। জ্ঞান অন্বেষণে মানুষ বহু শতাব্দী ধরেই কাজ করে যাচ্ছে। এর নজির আমরা দেখতে পাই প্রাক সক্রেটিয়ান দার্শনিকদের মাঝে এবং গ্রিক দর্শন চর্চায়। মানব ইতিহাসে ঈশ্বরের ধারণা, দর্শন ও বিজ্ঞান এক গভীর এবং চিরন্তন আলোচনার বিষয়। যুগে যুগে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যুক্তি খুঁজেছে, এবং তার পরিধি ও প্রভাব নিয়ে তর্ক করেছে। সেই আদি যুগ থেকেই মানব মনের কিছু মৌলিক প্রশ্ন বিদ্যমান। যেমন, জগৎ আসলে কী? কোথেকে এলো? সবই কি কেবল শূন্য থেকেই এসেছে? 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' গ্রন্থটি সেই চিরন্তন আলোচনার একটি অনন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করার প্রয়াস।

বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার নিদারুণ মিশেলে প্রতিটি অধ্যায় পরিণত হয়েছে বিস্তীর্ণ এক জ্ঞানভান্ডারে। যা পাঠককে নিয়ে যাবে ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের আলোচনার গভীরতায়। জগৎ কি অসীম? ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁর 'প্রকৃত' গুণ, ধর্মের ভিত্তিতে কোনটি সঠিক এই সকল উত্তরের জন্য এক গভীর জ্ঞানের সমুদ্রে ঝাপ দিয়েছেন লেখক, সত্যতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যুক্তি এবং বিশ্লেষণের আলোকে। প্রমাণ করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সন্ধান দিয়েছেন প্রকৃত ঈশ্বরের। এই বই শুধু জ্ঞানপিপাসুদের জন্য নয়; এটি তাদের জন্যও, যারা নিজেকে জানার, সত্যের সন্ধান করার, এবং জগতের ঊর্ধ্বে এক অসীম সত্তাকে জানার চেষ্টায় লিপ্ত।

দর্শনের অনুরাগী এবং উন্মুক্ত গবেষক হিসেবে, আমি লেখকের বইটিতে নিত্যনতুন পরিভাষার বাইরে গিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। সম্মানিত পাঠকগণ উক্ত বইটি থেকে গভীর কিছু পরিভাষা এবং বিষয়ের সাথে পরিচিত হবেন, এবং অস্তিত্বের উৎসের হাজার বছরের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর লাভ করবেন কোনো সন্দেহ ছাড়াই।

একজন সম্পাদক হিসেবে, আমার দায়িত্ব ছিল লেখাগুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা এবং পাঠকের কাছে বিষয়গুলোকে সহজ কিন্তু গভীরতায় সমৃদ্ধ করে তোলা। আল্লাহর রহমতে, সর্বাত্মক চেষ্টায় বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ লেখকের প্রতি, যিনি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দান করুক।

আশা করছি, পাঠকগণ এই বইটি থেকে নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস বা সংশয়ের জায়গা থেকে নতুন আলোচনার জন্ম দেবেন। আমি লেখকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি এবং এটিও আশা করছি তাঁর পরিশ্রমের এই বইটি পাঠকদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবং ভবিষ্যতের গবেষণায় বিস্তর প্রভাব ফেলবে, ইনশা আল্লাহ।

আতিকুর রহমান (আসিফ মেহেদি)
Independent Researcher
https://orcid.org/0009-0008-8408-880

সম্পাদকের কলম

নাস্তিক্যবাদ একটি দার্শনিক ও মতাদর্শগত ধারা, যা সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এটি মূলত বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বস্তুবাদ, এবং কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার কারণে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। নাস্তিক্যবাদীরা দাবি করে যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই এবং মহাবিশ্ব ও জীবনের উৎপত্তি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

তবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। মহাবিশ্বের সূচনা, নৈতিকতার ভিত্তি, এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাস্তিক্যবাদের জবাব প্রায়ই অসম্পূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ। অন্যদিকে, দর্শন এবং যুক্তি দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা মানব ইতিহাসে বহু প্রাচীন। এটি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানেও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক দর্শনে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহিদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত'র 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। বইতে নাস্তিক্যবাদের পক্ষের যুক্তিগুলোকে পালটা যুক্তি ও রেফারেন্সের আলোকে রীতিমতো ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাস্তিকতার ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাগুলো উপস্থাপন, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয়, ও এই বিষয়ে বেশকিছু প্রশ্নের সুরাহা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে নাস্তিক্যবাদ বিষয়ক অনেকগুলো পুস্তক লিখা হয়েছে। তবে 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বাকি সবগুলো থেকে ব্যতিক্রম এই কারণে যে এখানে বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের গভীর থেকে গভীরতম আলোচনা বেশ সহজ ও সাবলীল ভাষায় করে সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন লেখক। বইটি, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিদের অবিশ্বাসের অন্ধকার জগৎ থেকে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে যাবে বলে আশাকরি, ইনশাআল্লাহ। বিশ্বাসীদের যুক্তির মলাটে আরেকটি অনবদ্য সংযোজন হয়ে উঠুক 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল'।

নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য ওহী-ই একমাত্র দলিল। তবে দর্শন একটি মাধ্যম হতে পারে যারা দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন তাদের জন্য। তবে সর্বসাধারণের জন্য ওহী-ই একমাত্র প্রমাণ। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক পন্থা আলোচনা করব, যেগুলো নাস্তিক্যবাদের যুক্তি মোকাবিলা করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. কারণ ও কার্য তত্ত্ব (Cosmological Argument)

নাস্তিক্যবাদ সাধারণত দাবি করে যে মহাবিশ্ব কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। তবে কারণ ও কার্য তত্ত্ব অনুযায়ী:

- প্রতিটি ঘটনাই কোনো কারণের ফল।
- মহাবিশ্ব যদি একটি ঘটনা হয়, তবে এরও একটি কারণ থাকা উচিত।
- এই কারণটি মহাবিশ্বের বাইরে এবং নিজে অকারণ হতে হবে। এই সত্তাই ঈশ্বর।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

কুরআন বলেছে, "তারা কি সৃষ্টি হয়েছে কোনো কারণ ছাড়া, নাকি তারা নিজেরাই

সৃষ্টি করেছে?" (সূরা আত-তূর: ৩৫)।

২. নকশা তত্ত্ব (Teleological Argument)

মহাবিশ্বের অসাধারণ জটিলতা ও নকশা বোঝায় যে এটি একটি বুদ্ধিমত্তার ফল। উদাহরণস্বরূপ: মহাবিশ্বের সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতা (fine-tuning)। মানুষের চোখের জটিল গঠন। ডিএনএ-র অবিশ্বাস্য কোডিং সিস্টেম। এসবই প্রমাণ করে যে এটি কাকতালীয় হতে পারে না।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই সেই সত্তা, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা সাজদাহ: ৭)

৩. নৈতিক তত্ত্ব (Moral Argument)

নাস্তিক্যবাদে সাধারণত নৈতিকতার কোনো সর্বজনীন ভিত্তি থাকে না। যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে 'ভাল' বা 'খারাপ' কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? নৈতিকতার অস্তিত্বই বোঝায় যে একটি চূড়ান্ত নৈতিক সত্তা (ঈশ্বর) আছেন।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণঃ

"তিনিই তোমাদের মধ্যে কারা উত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা মুলক: ২)

৪. সুবুদ্ধি তত্ত্ব (Argument from Reason)

নাস্তিক্যবাদ যদি সত্য হয় এবং মানুষ শুধু মাত্র একগুচ্ছ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল হয়, তবে আমাদের যুক্তি ও চিন্তা প্রক্রিয়া কেন বিশ্বাসযোগ্য হবে? ঈশ্বর বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তি নিশ্চিত করে। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা কি চিন্তা করে না?" (সূরা আর-রুম: ৮)

৫. ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical Argument)

ইতিহাসে বহু নবী ও পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ও শিক্ষা এই দাবির শক্তিশালী প্রমাণ নাস্তিক্যবাদের যুক্তি খণ্ডনে দর্শনের বিভিন্ন শাখা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শুধু যুক্তি দিয়েই নয়, তাওহিদের (ঈশ্বরের একত্ব) গভীরতা হৃদয়ে গ্রহণ করাই প্রকৃত সমাধান।

ব্রাদার রাহুল হোসেন [রুহুল আমিন]
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ, লেখক ও আলোচক
ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ

শারঈ সম্পাদকের কলম

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ। শান্ত ভাইয়ের 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি পুরো পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। অকপটে বলি, বাংলাভাষায় এমন গভীর, সুসজ্জিত ও মনোমুগ্ধকর বই আমি এর আগে পড়িনি। যারা দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তাদের জন্য এ বইটি এক অনন্য রত্ন, যা চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং জ্ঞানের পথকে আলোকিত করবে। আশা করি, এই বইটি আমাদের জন্য উপকারী হবে এবং জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, কাজেই বইটিতে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি যাতে কোনো ত্রুটি থেকে না যায়। যদি আপনার নজরে কোনো ভুল আসে, তবে তা জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। পরিশেষে, এই প্রার্থনা করি–আল্লাহ শান্ত ভাইয়ের এই সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই মহৎ কাজে যুক্ত সকলের নাজাতের কারণ করে দিন। আমিন!

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

আলিম । সম্পাদক । শিক্ষক

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হলো 'নাস্তিক্যবাদ'। আমাদের দেশে এই শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের সূত্র ধরে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র; 'নাস্তিক্যবাদ' কিংবা 'শাহবাগ'–এই শব্দগুলো আমার কাছে একেবারেই অচেনা ছিল। তবে ২০১৮ সালের দিকে, ফেসবুকের মাধ্যমে নাস্তিকদের কিছু গ্রুপে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে। সেখানে আমি প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করি, এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং মানবজাতির মুক্তির দূত, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে নাস্তিকদের অবমাননাকর বক্তব্য ও কটূক্তি।

সেই সময় থেকেই আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে–নাস্তিক্যবাদ কী, তা জানার। এমন কী মতবাদ এটি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবমাননা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি নাস্তিক্যবাদ নিয়ে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। নানা ধরনের বই, ব্লগ এবং ভিডিও ঘেঁটে তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

অধ্যয়নের করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের নাস্তিকরা মূলত অপবিজ্ঞান এবং মানবীয় বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। তারা বিজ্ঞানের মায়াজালে এমনভাবে আটকে যায় যেন বিজ্ঞানই স্রষ্টার বিকল্প! তাদের বক্তব্যের মধ্যে একধরনের অদ্ভুত ফ্যান্টাসি লক্ষ্য করেছি, যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মকে মুছে ফেলা। অথচ ধর্ম, স্রষ্টার অস্তিত্ব, আত্মা, নৈতিকতা–এসব প্রশ্ন বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও তারা বিজ্ঞান দিয়ে এসবের সমাধান দিতে চায়। বিষয়টি যেন সাহিত্যের স্বাদ খুঁজতে গণিত বইয়ের পাতা উল্টানোর মতো!

দুঃখজনকভাবে, বঙ্গীয় নাস্তিকদের মধ্যে দর্শনের গভীরতা কিংবা সততার অভাব প্রবল। দর্শন এবং বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা ও অজ্ঞতাই যেন তাদের মূল হাতিয়ার। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদেরই প্রিয় দর্শন এবং বিজ্ঞান দিয়েই নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাগুলো সহজে উন্মোচন করা সম্ভব।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে কেউ তাদের চিন্তা ও আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নাস্তিকরা ধর্মবিদ্বেষী প্রচুর কনটেন্ট তৈরি এবং প্রচার করতে থাকে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণ-তরুণী, যারা ধর্ম সম্পর্কে তেমন পড়াশোনা করেনি তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ব্লগ, ইউটিউব ও ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলোতে তারা ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, মুসলিম তরুণদের হৃদয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষাক্ত বীজ বপন করা হয়েছে। এমনকি ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের সন্তানরাও আজ ধর্মদ্রোহিতার পথে পা বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে, নাস্তিক্যবাদের বিষবাষ্প প্রতিরোধ করার জন্য, নাস্তিকতার অন্ধকার কূপে আলোর মশাল জ্বালাতে, অনেক দ্বীনি ভাই এগিয়ে আসেন। ব্লগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিকদের মিথ্যাচারের জবাব দিতে শুরু করেন। তবে নাস্তিকতার প্রচারণা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী কলম। এমন কলম, যা মুসলিম তরুণ-তরুণীদের অন্তরে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে সক্ষম। সে কলম রচনা করবে বিশ্বাসীর প্রাণের সুর। আর সেই সুর তৈরি করা দু-একজনের পক্ষে হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা ভিত্তি, অসংলগ্নতা এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলো উন্মোচন করার জন্য আমিও লিখালিখি শুরু করি। একপর্যায়ে, সেই চিন্তাগুলোকে সুসংহত আকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। তারই ফলস্বরূপ রচিত হয়েছে 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি। এতে আমি নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি, অসংলগ্নতা এবং অপবিজ্ঞানের দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সবশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমার মতো নগণ্য একজন মানুষকে দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করিয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই, ব্রাদার রাহুল ভাই, আতিকুর রহমান ভাই, এবং 'ইনসাইট জোন' টিমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সদস্যকে, যাঁরা পরামর্শ, তথ্য ও সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

মানবীয় কাজে ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। তাই পাঠকবৃন্দের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে–যদি বইটিতে কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি খুঁজে পান, দয়া করে সরাসরি আমাকে অথবা প্রকাশনীকে জানাবেন। আর যদি বইটি উপকারী বলে মনে করেন, তবে নিজে পড়ুন এবং অন্যদেরও পড়তে উৎসাহিত করুন। আশা করি, 'অবিশ্বাসের ভাঙা দেয়াল' বইটি নাস্তিকতার অন্ধকার গলিতে নিমজ্জিত তরুণদের অন্তরের অনুর্বর মাটিতে ঈমানের সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

সাজ্জাতুল মাওলা শান্ত
https://www.facebook.com/sazzatulmowla/
sazzatulmowla@gmail.com

নাস্তিকতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

নাস্তিক্যবাদ এমন এক দর্শন, যা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এ মতবাদ অনুযায়ী, জড় জগৎই একমাত্র বাস্তবতা; এর আড়ালে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্ব কেবল জড় ও জড় শক্তির খেলামাত্র, এবং এতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এ মতবাদ দাবি করে, এ জগৎ যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় এবং এর পরিচালনার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রয়োজন নেই।

Stanford Encyclopedia of Philosophy এর মতে, নাস্তিকতা হল একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, বিশেষত একজন নাস্তিক হওয়ার অবস্থা হলো, যেখানে একজন নাস্তিককে এমন একজন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যে আস্তিক নয় (একজন আস্তিককে এমন একজন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে) এটা নিম্নলিখিত এই সংজ্ঞা তৈরি করে, নাস্তিকতা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এমন বিশ্বাসের অভাবের মানসিক অবস্থা।[১]

Merriam Webster dictionary এর মতে, নাস্তিকতা হলো বিশ্বাসের অভাব বা দেবতা বা কোনো দেবতার অস্তিত্বে দৃঢ় অবিশ্বাস / স্রষ্টা বা দেবতারদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব অথবা দৃঢ় অবিশ্বাস।[২]

Cambridge dictionary মতে, নাস্তিকতা হচ্ছে স্রষ্টা বা দেবতার প্রতি অবিশ্বাসের ঘটনা, বা কোনো স্রষ্টা বা দেবতা নেই এমন বিশ্বাস।[৩]

মোনাস ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক ও অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন অফ ফিলোসফির সিইও গ্রাহাম ওপি তার লিখিত *'ATHEISM AND AGNOSTICISM'* বইতে নাস্তিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,"যে বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে নাস্তিক এবং আজ্ঞেয়বাদী করে তোলে - তাদের (নাস্তিকদের) কোনো স্রষ্টা নেই এমন দাবির প্রতি মনোভাব। নাস্তিকরা বিশ্বাস করে তাদের কোনো স্রষ্টা নেই। তাই উপযুক্ত পরিস্থিতিতে নাস্তিকরা নিশ্চিত করে যে তাদের কোনো স্রষ্টা নেই।"[৪]

বিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্স তার লিখিত 'The God Delusion' গ্রন্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে বলেন, "দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অর্থে নাস্তিক হলো এমন কেউ, যে বিশ্বাস করে প্রকৃতি, ভৌত জগৎ, পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের পিছনে কোনো অতি- প্রাকৃতিক সৃজনশীল বুদ্ধিমান সত্তা লুকিয়ে নেই যিনি চুপিসারে অবস্থান করছেন। কোনো আত্মা নেই যেটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, নেই কোনো অলৌকিক কিছু। আছে কেবল জাগতিক ঘটনাবলি, যা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি।"[৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নাস্তিকতার মূল অর্থ হলো কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা অথবা সেই অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করা। কিন্তু প্রশ্ন

---

[১] Atheism and Agnosticism (stanford.edu)
[২] Atheism Definition & Meaning - Merriam-Webster
[৩] ATHEISM | meaning, definition in Cambridge English Dictionary
[৪] Graham Oppy; ATHEISM AND AGNOSTICISM; Page; 4-5 (Cambridge University Press)
[৫] Richard Dawkins; The God Delusion; P-14